১৩৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 20 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২......

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের রোষের মুখে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের এক বিশাল সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার শেরেবাংলা নগর বাণিজ্যমেলা মাঠে সারা দেশ থেকে আগত চল্লিশ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যাশিত দাবি-দাওয়া পূরণ না হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

পরে তাঁরা মঞ্চ ভাংচুর করে প্যান্ডেলের চেয়ার-টেবিল, কাপড়-চোপড়ে আগুন ধরিয়ে দেন। মাঠের গ্রিলঘেরা দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে এবং প্রায় এক ঘণ্টা রোকেয়া সরণি'র যানবাহন আটকে রাখেন। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষকদের এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এটি ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রথম জাতীয় মহাসমাবেশ। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এইচকে সাদেক, প্রতিমন্ত্রী জিনাতুন্নেসা তালুকদার,

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

বেসরকারী প্রাথমিক

(প্রথম পাতার পর)

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রধান উপদেষ্টা এবং আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল জলিল, প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমীর হোসেন আমু। শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরও বক্তৃতা করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব শাহাদাত হোসেন এবং সংগঠনের মহাসচিব আক্কাস আলী শেখ।

সকল রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, এর আগ পর্যন্ত শিক্ষকদের পূর্ণ বেতন স্কেল, বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, প্রধান শিক্ষকের আলাদা বেতন স্কেল, শিক্ষকদের উৎসব ভাতা, ছুটির সুবিধা, ট্রাস্ট গঠনসহ বেসরকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবির জবাবে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন আগামী অর্থবছর থেকে শিক্ষকদের মূল বেতন স্কেলের ৮০ শতাংশ সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হবে। বক্তৃতার শেষদিকে প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শিক্ষকরা প্রায় একযোগে "মানি না, মানি না" বলে দাঁড়িয়ে হৈ চৈ করতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী এই গোলযোগের মধ্যেই বলেন, আপনারা না চাইতেই এর আগে আপনাদের অনেক দাবি মানা হয়েছে। আপনাদের ভাতা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। এখন প্রতি দুই মাস পর পর বেতন পাচ্ছেন, যাতে প্রতিমাসে বেতন পান সে ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া যাতে অবসর ভাতা পেতে পারেন সেজন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হবে। শিক্ষকরা একযোগে হাত তুলে না না করতে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আরও যত দাবি আছে তাও পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হবে। শিক্ষকদের প্রতি ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রলয়ংকরী বন্যা না হলে আপনাদের আরও দাবি পূরণ করা সম্ভব হতো। আপনারা জানেন বিপুল টাকা খরচ করে দেশের দুই কোটি মানুষকে খাবার সংগ্রহ করতে হচ্ছে। দেশের ধ্বংসপ্রায় অবকাঠামো পুনর্গঠন করতে হচ্ছে সীমিত সম্পদ থেকে। এই দুর্যোগ মোকাবিলায় আপনাদেরও সহানুভূতিশীল হতে হবে। আমাদের সময় দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে কর্ণপাত না করে শিক্ষকরা ক্রমশ উত্তেজিত হতে থাকেন। এক পর্যায়ে বক্তৃতা শেষ করে প্রধানমন্ত্রী সমাবেশস্থল ত্যাগ করেন। সাথে সাথে শুরু হয় তাণ্ডবলীলা।

কয়েকজন শিক্ষক প্যান্ডেলে ঢুকে পড়েন। মঞ্চে উঠে শুরু করেন ভাংচুর। মঞ্চের দামী আসবাবপত্র ভেঙ্গে তাঁরা নিচে ফেলে দেন। প্যান্ডেলের চেয়ার-টেবিল ছুড়ে মারতে থাকেন। সংগঠনের নেতাদের প্রতি অশ্রাব্য গালিগালাজ করে তাঁদের খুঁজতে থাকেন। কয়েকজন কিছু চেয়ার এবং প্যান্ডেলের কাপড় ছিঁড়ে বাইরে এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।

পুলিশ তাঁদের ধাওয়া করলে এঁরা মাঠের পূর্বদিকে রোকেয়া সরণিতে চলে আসেন। রাস্তায় যানবাহন বন্ধ করে দেন এবং মাঠের গ্রিলঘেরা দেয়াল ভেঙ্গে ফেলেন। এই তাণ্ডব চলে প্রায় এক ঘণ্টা। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় আরও বেশিসংখ্যক পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিক্ষোভকারীরা জানান, বর্তমানে তাঁরা সরকারের কাছ থেকে মূল বেতনের ৭১ শতাংশ পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ঘোষণায় মাত্র ৯ শতাংশ বৃদ্ধি করেছেন। এছাড়া তাঁদের আর কোন দাবিই পূরণ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী অনেক দাবি মেনে নিবেন নেতারা এমন কথা বলেই তাঁদের এই সমাবেশে এনেছেন। তাঁরা নিজের টাকা খরচ করে অনেক কষ্ট করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সমাবেশে যোগ দিয়েছেন। দূরত্বভেদে এঁদের খরচ হয়েছে তিন শ' থেকে ১৫শ' টাকা পর্যন্ত। অনেক এলাকার শিক্ষক-শিক্ষিকারা চাঁদা দিয়ে বাস ভাড়া করে সমাবেশে এসেছেন।

শিক্ষক নেতারা জানান, সারা দেশে প্রায় ২৮ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯০ হাজার শিক্ষক রয়েছেন এবং এর মধ্যে ২৩ হাজার বিদ্যালয় রেজিস্ট্রিকৃত এবং ৭৮ হাজার শিক্ষক সরকারী ভাতা পাচ্ছেন। তিনটি পর্যায়ে এই ভাতার পরিমাণ ১১৫৩, ১০০৭ এবং ৭৯৮ টাকা। আগে তাঁদের কোন বেতন ছিল না। '৯১ সালে প্রথম ৫শ' টাকা ভাতা চালু করা হয়। বর্তমান সরকারের আমলে প্রায় দ্বিগুণ করা হয়।